বিএসএমএমইউতে ২৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নয়ছয়

দুলাল হোসেন

৩০ অক্টোবর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৩০ অক্টোবর ২০১৯ ০৯:৩৮

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) বাজারমূল্য থেকে বেশি মূল্যে পণ্য ক্রয়, গুদাম থেকে পণ্য উধাও, ইউজার ফি কোষাগারে জমা না হওয়া, ঢালাওভাবে কমিশন প্রদান ও বিল-ভাউচার ছাড়াই অর্থ ব্যয়সহ নানা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এমনকি যন্ত্রপাতি স্থাপন না করেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিল তুলে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩০টি খাতে ২৪৬ কোটি টাকারও বেশি অর্থের এ অনিয়ম হয়েছে বলে সিভিল অডিট অধিদপ্তরের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভাষ্য, এসব বিষয়ে তারা অবগত নয়। বিস্তারিত জানার পর প্রশাসনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জানা গেছে, সিভিল অডিট অধিদপ্তরের একটি টিম চলতি বছরের ২৭ জানুয়ারি থেকে ১১ মার্চ পর্যন্ত বিএসএমএমইউর আর্থিক হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন খাতে অনিয়ম-দুর্নীতির সন্ধান পায়। এসব অনিয়মের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ইউজার ফি হিসেবে আদায়কৃত ৮৩ কোটি টাকারও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে স্থানান্তর না করা; অব্যয়িত পৌনে ২৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়া; ইউজার ফিসের ১১ কোটি ৭৯ লাখ টাকার বেশি ঢালাওভাবে কমিশন ও পারিতোষিক প্রদানসহ ৩০টি ক্ষেত্রে সংঘটিত ২৪৬ কোটি ১৪ লাখ ৭১ হাজার ৬৮৮ টাকার অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে বলে আপত্তি উত্থাপন করেছে সিভিল অডিট অধিদপ্তরের ওই টিম। এর পর তথ্য-উপাত্তের সমন্বয়ে এসব অনিয়ম-দুর্নীতির ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে সিভিল অডিট অধিদপ্তর থেকে পাঠানো হয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিবের দপ্তরে। প্রতিবেদনে অনিয়ম-দুর্নীতি সম্পর্কে সচিবের কাছে জবাবও চাওয়া হয়। কিন্তু এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ থেকে এর কোনো জবাব দেওয়া হয়নি।

advertisement

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, দাপ্তরিক কাজ করতে গেলে অনেক সময়ই অডিট আপত্তি হয়। এসব অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করতে হয়। তবে সব অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ্য নয়। যেসব অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ্য নয়, সেগুলো দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যারা এ ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএসএমএমইউর উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়-য়া বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ব্যয় নিয়ে অডিট আপত্তি হয়েছে, সেগুলো আমরা জানি না। এ বিষয়ে আমাদের এখনো অবহিত করা হয়নি। বিষয়টি জানার পরই তা যাচাই বাছাই করে ব্যবস্থা নেব।

ফান্ডে জমা হয়নি ১২৮ কোটি ৩৯ লাখ টাকা

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ইউজার ফি হিসেবে আদায়কৃত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা করার বিধান রয়েছে। কিন্তু কয়েকটি বিভাগের ৬৬ কোটি ২০ লাখ ৯৩ হাজার ৯৩৩ টাকা, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের ১৬ কোটি ৫ লাখ ১৬ হাজার ৮০১ টাকা এবং এফডিআর থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের ১ কোটি টাকাসহ মোট ৮৩ কোটি ২৬ লাখ ১০ হাজার ৭৩৪ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা করা হয়নি। এ ছাড়া বিভাগীয় প্রাপ্তির আয় থেকে ৪৫ কোটি ১৩ লাখ ৭২ হাজার টাকা কম জমা দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে। সব মিলিয়ে ১২৮ কোটি ৩৯ লাখ ৮২ হাজার ৭৩৪ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ফান্ডে জমা হয়নি। প্রতিবেদনে এসব টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ফান্ডে জমার ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশ করা হয়েছে।

৪৭ কোটি ৪০ লাখ টাকার বিল ভাউচার নেই : ব্যয় হয়েছে বিধি না মেনে

নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তথ্যমতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে ব্যয় করা অর্থের মধ্যে ৪২ কোটি ২১ লাখ ৬৬ হাজার টাকার বিল-ভাউচার পাওয়া যায়নি। তদুপরি এসব অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি লঙ্ঘন করে। একই সময়ে প্রশিক্ষণ ও হেলথ ক্যাম্প পরিচালনা খাতে ৩ কোটি ৪৭ লাখ ৪ হাজার ৪২৯ টাকার ব্যয় দেখানো হয়েছে। কিন্তু এসব ব্যয়ের কোনো বিল, ভাউচার ও ক্যাশমেমো পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া কোনো ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে বিল প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিল, ভাউচার ও ব্যাংকিংসহ যাবতীয় তথ্যাদি সংগৃহীত থাকে। অথচ বিএসএমএমইউ প্রশাসন একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ৮৭ লাখ ৬২ হাজার ১৮০ টাকা বিল দিয়েছে যার কোনো প্রমাণপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বিভাগে নেই।

অব্যয়িত অর্থ কোষাগারে জমা না দেওয়ায় ক্ষতি ২৫ কোটি টাকা

বিএসএমএমইউর হিসাব শাখার বাজেট বরাদ্দ এবং বিভাজিত খাতভিত্তিক খরচের বিল রেজিস্ট্রার নিরীক্ষা করে দেখা গেছে, ১০টি খাতের ২৩ কোটি ৭০ লাখ ৮ হাজার ৮৬২ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। কিন্তু ওই টাকা সমার্পণ করার প্রমাণ মেলেনি। এ ছাড়া বিনা অপারেশনে শিশুদের জন্মগত হৃদরোগ চিকিৎসায় জিওবি থেকে ৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ওই টাকার মধ্যে ১ কোটি ৫০ লাখ ৭১ হাজার ৭০০ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। কিন্তু এ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ডে জমা হয়নি। অর্থাৎ এ দুটি খাতের অব্যয়িত অর্থ কোষাগারে জমা না দেওয়ায় ২৫ কোটি ২০ লাখ ৮০ হাজার ৫৬২ টাকার ক্ষতিসাধন হয়েছে। নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অব্যয়িত অর্থ কোন বিধিতে রেখে দেওয়া হয়েছে এবং ওই টাকা পরবর্তী সময়ে কোন খাতে খরচ করা হয়েছে-সে সবের প্রমাণপত্র নিরীক্ষা দলের কাছে পাঠাতে বলা হয়েছে।

কমিশনের নামে ১১ কোটি ২৫ লাখ টাকা লোপাট

বিএসএমএমইউর কয়েকটি বিভাগ থেকে আয় হয় ৬৭ কোটি ১৩ লাখ ৭২ হাজার টাকা। ওই টাকা থেকে বিভাগীয় চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ১৫ কোটি ৪৫ লাখ ৫৫ হাজার টাকা কমিশন ও পারিতোষিক হিসেবে প্রদান করা হয়। যার মধ্যে ১০ কোটি ২ লাখ টাকা দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্তের বাইরে। এ ছাড়া কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগ ও কার্ডিওলজি মেডিসিন বিভাগ থেকে আয় হয় ৮ কোটি ৭ লাখ ৫১ হাজার টাকা। ওই টাকা থেকে বিভাগীয় চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কমিশন-পারিতোষিক হিসেবে ২ কোটি ৫ লাখ ৩৬ হাজার ৯৯ টাকা বণ্টন করা হয়। যার মধ্যে ১ কোটি ২২ লাখ ৯৯ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত ছাড়াই। অর্থাৎ এ দুটি খাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অমান্য করে কমিশন ও পারিতোষিক প্রদানের নামে ১১ কোটি ২৪ লাখ ৯৯ হাজার ৬৫০ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ওয়েস্ট প্লান্ট স্থাপন ছাড়াই ৩ কোটি ৩৩ লাখ টাকা বিল প্রদান

বিএসএমএমইউকে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে পরিণতকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পে মেডিক্যাল ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ক্রয় খাতে ৩ কোটি টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। কিন্তু ওই পণ্য ক্রয়ের কার্যাদেশ, বিল ও ডেলিভারি চালানের সঙ্গে মডেল নম্বর, কান্ট্রি অব অরিজিন, আমদানি সংক্রান্ত কাগজপত্র ও বিবরণী না থাকায় টেন্ডার শিডিউলে দাখিলকৃত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মেশিন কেনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। অথচ মেডিক্যাল ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট টিপারমেন্ট সাইটে স্থাপন না করেই ৩ কোটি ৩৩ লাখ টাকার বিল তুলে নিয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

ল্যাবরেটরি পরিচালনা কমিটি নিয়েছে ২ কোটি টাকার বেশি

নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তথ্যমতে, বিএসএমএমইউতে বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনায় ল্যাবরেটরি সার্ভিসেস পরিচালনা কমিটি রয়েছে। ওই কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের আয় থেকে ১ কোটি ৬৯ লাখ ৮৭ হাজার ৭৮৬ টাকা এবং প্যাথলজি বিভাগের আয় থেকে ৪০ লাখ ৫৮ হাজার ৭০৩ টাকামহ মোট ২ কোটি ১০ লাখ ৪৬ হাজার ৪৮৯ টাকা তাদের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে হাতিয়ে নিয়েছে।

পিপিআর অমান্য করে ১৯ কোটি ৭৩ লাখ টাকার বেশি খরচ

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ে একটি কমিটি রয়েছে। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর) মেনে এ কমিটির কেনাকাটা করার বিধান রয়েছে। কিন্তু ক্রয় কমিটি পিপিআর বিধিমালা লঙ্ঘন করে পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি বিভাগে বাতিলযোগ্য দরপত্রে ৭ কোটি ৪০ লাখ ৪৮ হাজার ১৫৫ টাকার, কার্ডিওলজি বিভাগে এমএসআর এবং অন্যান্য পণ্য ক্রয়ে ৬ কোটি ৪৯ লাখ ২৮ হাজার ৩০০ টাকা ব্যয়সহ ১৯ কোটি ৭৩ লাখ ৩২ হাজার ৪৩২ টাকার পণ্য ক্রয় করেছে।

গুদাম থেকে উধাও ৬৩ লাখ টাকার সামগ্রী

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৮ সালের ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত বিল নম্বর-১২৩ অনুযায়ী মুদ্রণকৃত ৭ লাখ পিসসহ মোট ১৬ লাখ ৭১ হাজার পিস ভিআইএ এবং সিবিই নেগেটিভ কার্ড মুজদ ছিল। এগুলোর বাজারমূল্য ৬৩ লাখ ৩৩ হাজার ৯০ টাকা। এর পর ২০১৯ সালের ২৩ মার্চ পর্যন্ত রেজিস্ট্রারের কোনো বিতরণ নেই। কিন্তু স্টোর পরিদর্শন করে দেখা যায় ১২ হাজার পিস ভিআইএ ও সিবিই নেগেটিভ কার্ড মুজদ পাওয়া যায়। বাকি ১৬ লাখ ৫৯ হাজার পিস ভিআইএ ও সিবিই নেগেটিভ কার্ড বিতরণের কোনো চাহিদাপত্র ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি, যার বাজারমূল্য ৬২ লাখ ৮৭ হাজার ৬১০ টাকা।

বিল প্রদানকালে ভ্যাট ও আয়কর না কাটায় ক্ষতি ৭৬ লাখ টাকা

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিল প্রদানকালে আইন অনুযায়ী ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করতে হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বিভাগ বিল প্রদানকালে ভ্যাট ও আয়কর না কেটে রাখায় ৭৬ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। নিরীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ পরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে আদায় করতে। এ ছাড়া বায়ো-অ্যানালাইজার ক্রয় বাবদ ২৯ লাখ ৯৪ হাজার ৫০০ টাকা; ইএমজি/এনইভি/এসইপি মেশিন আমদানিতে ২৩ লাখ ৭০ হাজার, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম খাত থেকে অনিয়মিত সফটওয়্যার তৈরির বিল পরিশোধে ৯ লাখ ৯০ হাজার, বিধি ভঙ্গ করে ৯টি এসি ক্রয় বাবদ ১৪ লাখ ১৩ হাজার ২২৮; অকেজো লিফট রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ৩২ লাখ ৪৩ হাজার ১৫০ টাকা; একই কার্যাদেশে দুবার বিল প্রদানের ক্ষেত্রে ১ লাখ ১৭ হাজার ৫০০ টাকা; বিলম্বিত কাজে ৩২ লাখ ৫৮ হাজার ৫৭ টাকা; ধোলাই বিল থেকে ভ্যাট কর্তন না করায় ১ লাখ ৯৯ হাজার ৯৬ টাকা; ঠিকাদারি বিল থেকে ভ্যাট কর্তন না করায় ১ লাখ ৩৬ হাজার ৩৩০ টাকা; যথাসময়ে দরপত্র আহ্বান না করে আগের চুক্তিমূল্যে পণ্য ক্রয়ে ১৯ লাখ ৯৯ হাজার ৮০ টাকা ব্যয়ে অনিয়ম হয়েছে।